পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

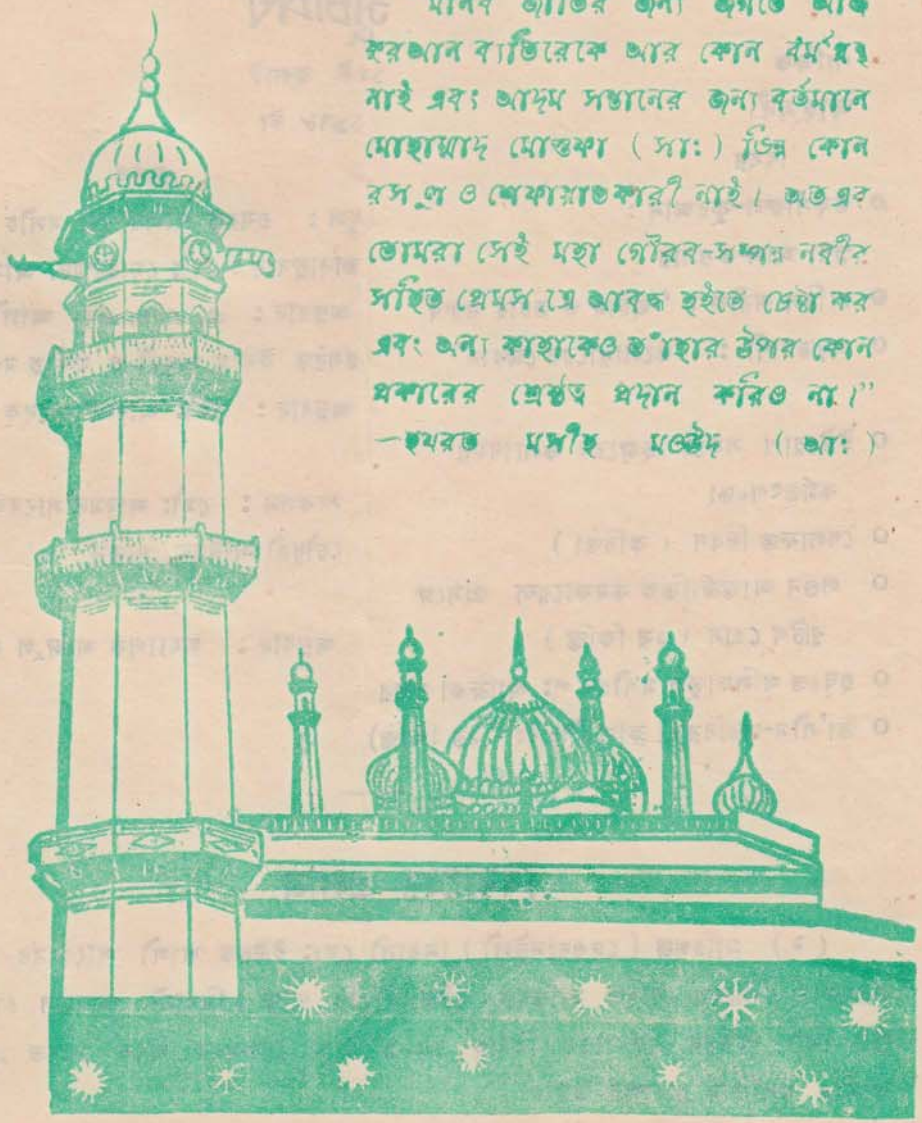

সম্পাদক :— এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ বাংলা : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৮ ইং : ৮ই সাবান ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জুলাই
১৯৭৮ ইং

৩১শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'জিহাদ ও তহার গুরুত্ব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৭
০ অমৃতবাণী : 'তলোয়ারের জেহাদ"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
০ ইউরোপ সফরে হুজুরের কল্যাণময় কর্মতৎপরতা		১৯
০ খেলাফত দিবস (কবিতা)	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ চৌধুরী আবদুল মতিন	১৯
০ লণ্ডন আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রেস (২য় কিস্তি)	অনুবাদ : অধ্যাপক আব্দুল লতিফ	২০
০ হযরত খলিফাতুল মসীহর পঃ আফ্রিকা সফর		২৭
০ তা'লীম-তরবিয়তী ক্লাশ "৭৮ইং (২য় কিস্তি)		২৮

——

বিবাহের এলান

(১) মাহিগঞ্জ (দেওয়ানটুলী) নিবাসী মোঃ ইউনুছ আলী সাহেবের কন্যা মোছাম্মত করমজান বেগমের সহিত মাহিগঞ্জ (টেক্স দীঘির পাড়) নিবাসী আবদুল হাকিম সাহেবের পুত্র মোঃ ছায়হুর রহমানের বিবাহ ১৯৯৯ টাকা দেনমহর ধার্যে বিগত ১৫/৪/৭৮তারিখে স্থানীয় মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

(২) ভাতগাঁও (দিনাজপুর) জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ গাজিয়ার রহমান সাহেবের জৈষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ শামসুন্নাহার বেগমের সহিত রংপুর জামাতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ আবদুস সালাম সাহেবের বিবাহ ৭০২৫ (সাত হাজার পচিশ) টাকা মোহর ধার্যে গত ৩০শে জুন ১৯৭৮ইং তারিখে বাদ জুমা ভাতগাঁও আহ্‌মদীয়া মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ মুহিবুল্লাহ্ সাহেব, সদর মুরুব্বী।

উভয় বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩২শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ়, ১৩৮৫ বাং : ১৫ই জুলাই, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যখন লোকগণ আঁ-হযরত (আঃ)-এর কথা শুনিতে অস্বীকার করিল তখন তিনি নিরাশ হইলেন না। এরূপ অবস্থায় দুর্বল মানুষ ঘাবরাইয়া বলিবে, "কেহ আমার কথা শুনে না, আমি কিভাবে তবলীগ করিব?" কিন্তু তিনি ঘাবরাইলেন না, তিনি অটল ধৈর্য্যের সহিত নিজ কাজ জারি রাখিলেন। তিনি তাহার জীবনকে এই কার্যের জন্য উৎসর্গীকৃত বলিয়া জানিতেন এবং দিবা-রাত্রি তিনি এই কাজেই নিয়োজিত থাকিতেন। তিনি আক্কাযের মেলায় যাইতেন এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর তবলীগ করিতেন। এইভাবে তিনি যখনই যেখানে কিছু লোককে একত্রিত হইতে দেখিতেন, সেইখানেই তিনি পৌঁছিয়া যাইতেন এবং তাহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা যদি চাহেন, আমি আপনাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার কিছু কথা শুনাই।" মক্কাবাসীরা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া রাখিয়াছিল যে, তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাই যখনই তিনি লোকদেরকে বলিতেন, 'যদি আপনারা চাহেন, আমি আপনাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার কিছুকথা শুনাই।" তখন তাহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া চক্ষু মিচকাইয়া বলিত, "এই সেই মক্কাওয়ালা পাগল" এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহারা সরিয়া পড়িত। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আর এক দলের নিকট যাইতেন এবং বলিতেন, "যদি আপনারা চাহেন, আমি আপনাদিগকে খোদাতায়া-

লার কিছু কথা শুনাই।" তাহারাও পরস্পরের দিকে তাকাইয়া চোখ ইসারা করিত যে এই সেই মক্কাবাসী পাগল এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহারাও সরিয়া পড়িত। এইভাবে তিনি সারা দিন ব্যাপি লোকদের মধ্যে বলিয়া ফিরিতেন। কখনও কোনো এক দলের নিকট, কখনও অন্য এক দলের নিকট তিনি যাইতেন। কিন্তু সকলেই তাঁহার কথা শুনিতে অস্বীকার করিত। অথচ তাহাদের মধ্য হইতে এমন লোক বাহির হইলেন, যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন, এবং পরবর্তীকালে ইসলামের শান্দার খেদমত করেন। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যগুণের কারণে তিনি সফলতা লাভ করেন। ইহাকেই লোকে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় মোজেজা বলিত। বস্তুতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐকান্তিক একাগ্রতার সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তবলীগে সফলতালাভ সম্ভব নহে।

(৯) যখন লোকগণ আঁ-হযরত (সাঃ)-কে কষ্ট দিতে লাগিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন তিনি এক দিকে অপূর্ব আত্মসংযম ও অপর দিকে হিতৈষণার প্রমাণ দিলেন। তিনি যখন তায়েফে গিয়া তায়েফবাসীগণকে তবলীগ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহার পিছনে কুকুর লেলাইয়া দিল এবং তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ফলে তিনি সেখান হইতে ফিরিলেন। কিন্তু তখনও লোকে তাঁহার প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করিয়া যাইতেছিল এবং তাহার পিছনে কুকুরও দৌড়িতেছিল। এতদর্শনে আল্লাহ্‌তায়ালার মর্যাদাবোধ উদীপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ফেরেস্তাগণকে বলিলেন, "যাও এবং আমার রসুলকে সাহায্য কর।" তদনুযায়ী এক ফেরেস্তা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট দৃশ্যমান হইল এবং বলিল, "আপনার সম্মুখের ঐ পাহাড়ে আমি নিযুক্ত আছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আদেশ দিলে আমি এই পাহাড়কে উঠাইয়া তায়েফবাসীগণের উপর ছুড়িয়া মারিব এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া তিনি শশব্যস্তে বলিলেন, "না, না, তাহারা ধ্বংস হইয়া গেলে আমার উপর ঈমান আনিবে কাহারা?" তিনি তখন আপাদমস্তক আহত এবং দেহ ও পা হইতে রক্ত ঝরিতেছে। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তাঁহার মনে মানব দরদ এরূপ উদ্বেল ছিল যে তায়েফবাসীদের বিপদ সম্ভাবনায় তাহাদের জন্য তাহার সমবেদনা বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। তিনি কিছুতেই ইহা চাহিলেন না যে, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আযাবে ধ্বংস হইয়া যাউক।

মক্কাবাসীগণ তায়েফের নিকট কিছু সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিল। যেহেতু তায়েফের জমীন চাষের জন্য উর্বরা ছিল, সেই জন্য তাহারা সেখানে জমীন খরিদ করিয়াছিল এবং সেখানে তাহারা বাগ-বাগীচা লাগাইয়াছিল। তায়েফ হইতে ৭/৮ মাইল দূরে মক্কার এক রইসের বাগান ছিল। সে আঁ-হযরত (আঃ)-এর শক্ত দুশমন ছিল। তিনি সেই বাগানে

পৌঁছিয়া বসিয়া গেলেন। সঙ্গে যায়েদ ছিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া সেই রইসের মনে করুনার উদয় হইল। সে তাঁহার এক গোলামকে ডাকিয়া বলিল, "ঐ যে দুইজন ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাঁহাদিগকে বাগানের ভাল ভাল আঙুর পাড়িয়া খাওয়াও।" সে নিনেভের অধিবাসী ছিল। সে যখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি তাহাকে তাহার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে জানাইল যে, তাহার বাড়ি নিনেভ। তিনি বলিলেন, "ভাল, তুমি আমার ভ্রাতা ইউনুস (আঃ)-এর দেশের অধিবাসী। এস আমি তোমাকে খোদাতায়ালার কথা শুনাই।" তিনি তাঁহার যখম ভুলিয়া গেলেন, পলায়নের কথা ভুলিয়া গেলেন এবং ক্লান্তি ভুলিয়া গেলেন। তিনি তাহাকে তবলীগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই গোলাম খৃষ্টান ছিল এবং প্রতিশ্রুত আগমনকারীর কথা শুনিয়াছিল। তাহার উপর তাঁহার তবলীগের এরূপ প্রভাব হইল যে, সে তাঁহার পদমূলে লুটাইয়া পড়িল এবং তাহার মাথার চুল দিয়া তাঁহার পায়ের রক্ত মুছাইতে লাগিল এবং চুম্বন করিতে লাগিল। সেই রইসও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহার সমবেদনা বোধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। সে গোলামকে বলিল, "এতো মক্কার পাগল। সে আমার আত্মীয়। তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না" সেই গোলাম উত্তর দিল, "না, তিনি পাগল নহেন। তাঁহার কথবার্তা সব নবী সুলভ।" চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহার মনে কি পর্যায়ের মানব হিতৈষণার ভাব বিদ্যমান ছিল। একদিকে তায়েফবাসীগণ তাহার উপর যুলুম করিতেছিল, কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল এবং তাহারা প্রস্তর বর্ষণ করিতেছিল, পক্ষান্তরে তিনি তাহাদের জন্য দোওয়া করিতেছিলেন, "হে আমার রব! তুমি তাহাদের প্রতি করুনা প্রদর্শন কর। তাহারা জানে না যে আমি তোমার প্রেরিত নবী। ইহা জানিলে তাহারা ঐরূপ কাজ করিত না।"

(১০) অতঃপর যখন সাহাবা (রাঃ)-এর উপর যুলুম হইতে লাগিল, তখন তিনি অত্যাচারীগণের প্রতি অপূর্ব দরদী-দিলের পরিচয় দিয়াছিলেন। যুলুম হইলে সচরাচর লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া যায়, যাহাতে যুলুমের পরিমান কমিয়া যায়। কিন্তু তিনি তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা হিজরত করিয়া হাবশী মুলুকে চলিয়া যাও। আমার উপর যাহা ঘটে ঘটুক" তদনুযায়ী অধিকাংশ সাহাবা (রাঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া গেলেন এবং তিনি মাত্র কতিপয় সাহাবা (রাঃ) সহ মক্কায় রহিয়া গেলেন।

(১১) অতঃপর যখন তাঁহার হিজরত করার সময় আসিল, তখন তিনি তাঁহার প্রিয় জন্ম ভূমি মক্কা, যেখানে খানাকাবা অবস্থিত ও যেখানে তিনি কখনও কখনও আল্লাহ্‌র এবাদত করিতেন এবং যে কাবা গৃহের রক্ষক হিসাবে তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ সম্মানিত হইয়া

আসিতেছিলেন, সেই সম্মানিত গৃহ এবং মক্কা শহরকে কুরবাণী করিলেন। তিনি এই কুরবাণী এরূপ সাহসিকতার সহিত করেন যে, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল ইহার প্রমাণ এই যে, যখন তিনি হিজরতের পথে সওর গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, "আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক ঐ শহরের উপর যাহার অধিবাসীগণ তাহাদিগের নবীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "আবু বকর (রাঃ)! আপনি এরূপ বলিবেন না।" অতঃপর তিনি দূরে মক্কার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হে মক্কা! তুমি আমার বড়ই প্রিয়! কিন্তু তোমার অধিবাসীগণ আমাকে তোমার মধ্যে থাকিতে দিল না" এই কথাগুলির মধ্যে কিভাবে তাঁহার অন্তরের ভালবাসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যণীয়, কিন্তু খোদাতায়ালার আদেশ পালনে তিনি অকম্পিত পদে জন্মভূমির সে মায়া কাটাইয়া চলিয়া যান।

(১২) অতঃপর যখন তিনি মদিনায় শুভাগমন করিলেন, তখন তাঁহার ধী-শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি সেখানে গিয়াই মদীনাবাসীদের মধ্যে তমদ্দুন কায়েম করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং ইহুদীগণের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলেন। এতদ্বারা তিনি ইহুদীগণের অশুভ কর্মতৎপরতার পথ বন্ধ করিলেন এইভাবে তিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) এই সুযোগ কখন পাইয়াছিলেন! তাহার জীবন গোলামীতেই কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ) মদীনায় গিয়াই সেখানে মদীনাবাসীগণকে সংগঠিত করিলেন, ইহুদী-গণের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিলেন এবং মোহাজেরগণের হক নির্ধারণ করিলেন। এই-ভাবে তিনি এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, যাহার নযীর দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। মক্কায় তিনি একটি মহল্লাকেও সংঘবদ্ধ করার সুযোগ পান নাই। কিন্তু মদীনায় পদার্পন করার সংগে সংগেই মনে হইল যেন পূর্ব হইতেই তিনি বাদশাহী করার ক্ষমতা রাখিতেন। মদীনাবাসীগণ সদা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিত। সেই জন্য তাহারা দুর্বল বলিয়া গন্য হইত। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিয়ন্ত্রনে তাহারা এক বড় শক্তিতে পরিণত হইয়া গেল।

(১৩) অতঃপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, তখন আঁ-হযরত (সাঃ) অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। যদি তিনি শাসন ক্ষমতালাভের পূর্বে মারা যাইতেন, তাহা হইলে লোকে মনে করিত যে, তিনি দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি দুঃখ সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর জগদ্বাসীর নিকট প্রমাণ করিয়া

দিলেন যে, তাঁহার ক্ষমা তাঁহার দুর্বলতার জন্য ছিল না, বরং ইহা তাঁহার প্রসস্তহৃদয় গুণের কারণে ছিল। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মক্কা-ত্যাগে মক্কাবাসীগণ নিজেদিগকে লাঞ্ছিত বোধ করিয়া, মদীনার চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিল। ফলে তাঁহাকেও তাহাদিগের সহিত মোকাবেলা করার জন্য আগাইয়া আসিতে হইল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধে তিনি অপূর্ব দৃষ্টান্ত কায়েম করেন। বড় বড় বাদশাহগণও দুশমনের উপর রাত্রে অতর্কিত আক্রমন চালায়, কিন্তু তিনি কখনও ইহা করেন নাই। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এই বিষয় হইতেও পাওয়া যায় যে, তিনি ৮ বৎসর ব্যাপিয়া প্রায় কয়েক ডজন যুদ্ধ করেন, কিন্তু এমন কখনও হয় নাই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতি কাফেরগণ পূর্ব হইতে জানিয়া তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে এবং তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং হুশিয়ার ছিলেন। আশ্চর্য ইহাই যে, কাফেরগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করিয়াছে এবং তিনি জানিয়া ফেলিয়াছেন। একবার বণি মুস্তালেক তাঁহার উপর অতর্কিত আক্রমন চালাইবার জন্য এক লস্কর তৈয়ার করিল এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা অভিযানে বাহির হইবার পূর্বেই আঁ-হযরত (সাঃ) ১০/১২ মঞ্জিল আগে বাড়িয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে এমন সময়ে আক্রমন করিলেন যে, তাহাদের স্ত্রীগণ রুটি বানাইবার জন্য আটা গুলিতেছিল এবং তাহারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। আবার যখন তিনি মক্কা বিজয়ের জন্য যান, তখন তাঁহার মক্কায় উপস্থিত এরূপ অকস্মাৎ ছিল যে, দূর হইতে কাফেরগণ লস্কর দেখিয়া আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল "এ ইসলামী লস্কর তো নহে?" আবু সুফিয়ান উত্তর দিল, "আমি তো এই মাত্র মদীনা হইতে আসিতেছি। আমি তাহাদের অভিযানের কোন প্রস্তুতিই দেখি নাই। তাহারা কিভাবে ইসলামী লস্কর হইবে?" আবু সুফিয়ান এই প্রকার কথাবার্তায় রত অবস্থায় ছিল, এমন সময়ে ইসলামী লস্কর আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। মক্কাবাসীগণ তখন নিজ নিজ গৃহে আরামে অবস্থান করিতেছিল এবং ভাবিতে ছিল, আবু সুফিয়ান মদীনা গিয়াছে। যুদ্ধের চিন্তা তাহাদের কল্পনায়ও স্থান পাইতে ছিল না। ওদিকে সহসা আঁ-হযরত (সাঃ) এক বীর সেনাদল লইয়া মদীনায় দাখিল হইয়া গেলেন। মোট কথা তিনি ৮ বৎসর ধরিয়া অনেক যুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন কখনও হয় নাই যে, তিনি আক্রমন করিয়াছেন এবং দুশমন পূর্ব হইতে তাঁহার আগমন টের পাইয়াছে, অথবা দুশমন তাঁহাকে আক্রমন করিয়াছে এবং তিনি পূর্ব হইতে সে সম্বন্ধে বেখবর ছিলেন। জাগতিক বা ধর্মীয় ইতিহাসে দুশমন সম্বন্ধে সদা সজাগ বা সতর্ক থাকার নযীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

(১৪) যখন তিনি মদীনায় আসিলেন, তখন তিনি তাঁহার অভাবহীনতা এবং তকওয়ার পরিচয় দিলেন। তিনি এক খণ্ড যমীন পছন্দ করেন। উহা দুই এতীমের ছিল। তিনি তাহাদিগের অভিভাবককে ডাকাইলেন। তিনি (অভিবাবক) বলিলেন, "এই যমীন আমার দুই এতীম ভ্রাতুষ্পুত্রের। আমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করি। আমার এতীম ভ্রাতুষ্পুত্রগণ খুশীমনে এই যমীন আপনাকে দান করিতেছেন।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন. "আমি এতীমের মাল বিনামূল্যে গ্রহন করিব না ইহার মূল্য নির্ধারণ করুন। তাহা হইলে আমি ইহা গ্রহন করিব।"

(১৫) আঁ-হযরত (সাঃ) মানুষের অনুভূতির এরূপ খেয়াল রাখিতেন যে, যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করিয়া হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে উঠিলেন, তখন হযরত আবু আইয়ুব বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ)! আপনি দ্বিতলে থাকুন এবং আমি নীচের তলায় থাকি।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "না, আমি নীচের তলায় থাকিব। লোকেরা সব সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। ইহাতে আপনার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।" তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল! ইহা আমার পক্ষে কি-ভাবে সম্ভব যে আমি উপরে থাকিব এবং আপনি নীচে থাকিবেন।" আঁ-হযরত (সাঃ) বলিলেন, "না, না, আমি নীচের তলাতেই থাকিব।" এক রাত্রে ভুলক্রমে উপর তলায় কিছু পানি পড়িয়া যায়। আশঙকা হইল পানি টপকাইয়া নীচে পড়িয়া আঁ-হযরত (সাঃ) এর অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী এবং তাহার স্ত্রী তড়িতে গায়ের লেপ খুলিয়া পানির উপর ফেলিয়া মেঝে শুকাইয়া ফেলিল এবং তাহারা শীতের মধ্যে সারা রাত্রি খালি গায়ে কাটাইয়া দিল। যখন আঁ-হযরত (সাঃ) ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার অত্যাধিক কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "আমি উপরে যাইতেছি, আপনারা নীচে আসুন।" মোট কথা, দুই প্রকার অবস্থাতেই আঁ-হযরত (সাঃ) উচ্চ আখলাকের প্রকাশ দেখাইলেন। প্রথমে তিনি উপর তলায় যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এই কারণে যে, লোকজনের আসা-যাওয়া ও উঠানামা করার কারণে হযরত আবু আইয়ুবের অসুবিধা হইবে এবং দ্বিতীয় দফায় যখন তিনি তাঁহার আর এক অসুবি-ধার কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি দ্বিতলে অবস্থান করা মঞ্জুর করিলেন, যাহাতে গৃহস্বামীর অধিকতর অসুবিধা না হয়। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

৩১। জেহাদ ও তাহার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১১৭) হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আন্‌হু বলেন : "আহযাব যুদ্ধে আমরা পরিখা খনন করিতে ছিলাম। একটি শক্ত বৃহৎ প্রস্তর উপস্থিত হইল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করা হইল যে, একটি প্রকাণ্ড শক্ত চটান। ইহা ভাঙ্গা যায় না। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "আমি এখনি আসিতেছি।' অতঃপর তিনি (সাঃ) উঠিলেন। তাঁহার পেটে পাথর বাঁধা ছিল। তিন দিন যাবত আমরা কিছু খাই নাই। তিনি (সাঃ) কোদাল লইলেন। পাথরের উপর মারিলেন। সেই শক্ত প্রস্তর বালুর ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আমি আরয করিলাম : রসুলুল্লাহ্; আমাকে অনুমতি দিন। গৃহে যাইয়া কিছু খাবার ব্যবস্থা করি। তিনি (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। গৃহে আসিয়া আমি বিবিকে বলিলাম যে, আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এরূপ অবস্থা দেখিয়াছি যে, সবুর করিতে পারি নাই। খাবার কিছু আছে কি? আমার বিবি বলিলেন যে, কিছু যব আছে এবং এই ছাগ সাবক আছে। আমি উহা জবাই করিলাম এবং আটা পিসিয়া মর্দন করিলাম। হাঁড়ি চোলায় চড়ান হইল। যখন আটার রুটি পাকোপযোগী এবং হাঁড়ি প্রায় পাক হইয়াছে, তখন আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস্ সালামের খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিলাম, 'দুই এক জন সংগে নিয়া আসুন। কিছু খাবার তৈরী হইয়াছে।' তিনি (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন. "কত খানি খাবার তৈরী করিয়াছ?" আমি তাঁহাকে বিস্তারিত বলিলাম। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন, 'অনেক'। আবার বলিলেন : "তোমার বিবিকে যাইয়া বল যে, চোলা হইতে হাঁড়ি যেন নামায় না এবং তন্দুর হইতে রুটিও যেন বাহির করে না।' অতঃপর তিনি মুহাজের ও আনসারগণকে বলিলেন : 'চল, যাইয়া খাবার খাইয়া আসি।' যখন আমি ইহা জানিতে পারিলাম, অত্যন্ত শংকিত হইলাম এবং আমার বিবিকে বলিলাম : "খোদা তোমার ভাল করুন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সংগে ত মুহাজের ও আনসার সকলেই আসিয়াছেন। এখন কেমন হইবে?" আমার বিবি উত্তরে বলিলেন : "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাবার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি?"

আমি বলিলাম: "হাঁ, সব কিছু বলিয়াছিলাম।" সে বলিল: "তবে আশংকার কিছুই নাই।" যাহা হোক, হুযুর (সাঃ) লোকদিগকে বলিলেন: "ভিতরে আস। ভীড় করিও না।" অতঃপর তিনি রুটি নিয়া উহাতে গোশ্‌ত দিলেন এবং হাঁড়ি ও তন্দুর ঢাকিলেন। তিনি (সাঃ) উহা হইতে কিছু খাবার নিতেন এবং সঙ্গীদের সম্মুখে রাখিতেন। এইরূপে তিনি রুটি নিয়া নিয়া তাহাতে তরকারী দিতেন এবং লোকদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এমন কি সকলেই পরিতৃপ্ত হইল। তখনো যথেষ্ট খাবার বাঁচিয়াছিল। তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: 'তুমিও খাও এবং উপহাররূপে অন্যকেও পাঠাও। কারণ; সকলেই ক্ষুধায় প্রপীড়িত।" ['বুখারী; কেতাবুল-মাগাযি, বাবু যাযওয়াতুল্‌ খন্দক; ২:৫৮৮ পৃঃ]

(২১৮) হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন: "তবুক যুদ্ধে খাদ্যসামগ্রী কম হইয়া পড়িয়াছিল। লোকগণ ক্ষুধায় অবশ হইতে লাগিল। তাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন: আল্লাহর রসুল, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা উটগুলি জবাই করিয়া নেই, যাহাতে উহাদের গোশত্‌ খাইয়া জীবন ধারণ করি এবং উহাদের চর্বি কাজে লাগাই।' হুজুর (সাঃ) অনুমতি দান করিলেন। ইহাতে হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযুর (সাঃ আঃ)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, 'এরূপে ত যান বাহন অল্প হইয়া পড়িবে এবং মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহার পরিবর্তে যদি আপনি এই ইরশাদ ফরমান যে, লোকের খোরাক বাদ-বাকী যাহা বাঁচিয়া আছে, তাহা একত্রিত করা হয়, তারপরে আপনি (সাঃ) বরকতের জন্য দোয়া করেন, কোনো বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহাতে বরকত দিবেন।' হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন; "ঠিক।" তিনি (সাঃ) চামড়ার একটা বিরাট দস্তর-খানা আনাইয়া উহা পাতিবার পর বলিলেন: "যাহার নিকট যাহা কিছু উদ্বৃত্ত খাদ্য দ্রব্য আছে, আনিয়া এই দস্তর খানার উপরে রাখো।" কেহ মুষ্টি পরিমান ভুট্টা সহ উপস্থিত হইল। কেহ কিছু খেজুর আনিল। কেহ রুটির টুকরা উপস্থিত করিল। এইরূপে দস্তরখানার উপর কিছু খাবার জিনিষ যাহা খুবই অল্প ছিল, একত্রিত করা হইল। অতঃপর হুযুর (সাঃ) বরকতের জন্য দোয়া করিয়া ফরমাইলেন: "যার যার থলিয়ায় এই খাদ্যদ্রব্য ভরিয়া নেও।" সকলেই আপন আপন থলে ভর্তি করিতে লাগিল। লস্করে যত থলিয়া ছিল, ঐ সবই ভরিয়া নেওয়া হইল। খুবই তৃপ্ত হইয়া সকলেই খাইল এবং অনেক খাদ্য বাঁচিল। ইহাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা ছাড়া কোনো মা'বুদ, উপাস্য বা আরাধ্য নাই এবং আমি আল্লাহ্‌-তায়ালার রসুল। যে ব্যক্তি এই উভয় কথার উপর ঈমান রাখিয়া এবং নিশ্চিত প্রত্যয় 'একীন, সহ আল্লাহ্‌-তায়ালার সামনে যাইবে, আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহাকে তাঁহার জান্নাত হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" ['মুসলিম; কেতাবুল্‌-ঈমান, বাবু মান তমাস্‌সাকা বিল-ঈমানে ওয়া হুয়া গায়রু শাকিন্‌ ফিহে দাখালাল্‌-জান্নাহ্‌; ১—১:২৬ পৃঃ] (ক্রমশঃ)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"তলোয়ারের জেহাদ"

"তরবারির সাহায্যে ইসলামকে বিস্তার করা উচিত—এই আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) দুনিয়ার বিগত সত্যকার মুসলমানগণ কখনও পোষণ করেন নাই, বরং সর্বদা ইসলাম উহার সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে সকল লোক নিজেকে মুসলমান নামে অভিহিত করিয়া কেবল মাত্র এই টুকুই জানেন যে, ইসলামকে তলোয়ারের দ্বারা (জোরপূর্বক) বিস্তার দেওয়া উচিত, তাহারা ইসলামের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী নহেন এবং তাহা স্বীকার করেন না বলিয়াই প্রতীয়মান হন। এবং তাহাদের কর্মধারা ও আচরণ হিংস্র ইতর প্রাণী সুলভ আচরণের তুল্য।" ('তরাইয়াকুল কলুব,' পৃঃ ৩৫)

"কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রহিয়াছে যে, ধর্ম বিস্তারের জন্য তলোয়ার ধারণ করিও না, বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এই ধারণা পোষণ করিও না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল কেননা সেই তলোয়ার দ্বীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নাই, বরং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার কিম্বা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালান হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" ('সিতারা কায়সারিয়া,' পৃঃ ১৬)

"চিন্তা করা উচিত যে, যদি দৃষ্টান্তস্থলে কোন ব্যক্তি কোন সত্য ধর্মকে এই জন্য গ্রহণ না করে যে উহার সত্যতা, পবিত্র শিক্ষা এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সে পরিজ্ঞাত ও ওয়াকেফহাল হইতে পারে নাই, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির সহিত কি এই আচরণ সমীচীন হইতে পারে যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কতল করিয়া ফেলা? বরং এই প্রকারের ব্যক্তি করুণার পাত্র এবং সে ইহারই যোগ্য যে, নম্রতা ও শিষ্টাচারের সহিত সেই ধর্মের সত্যতা, গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকারিতাকে তাহার সামনে প্রকাশ করা। তাহার অস্বীকৃতির জবাব তরবারি বা বন্দুকের দ্বারা কখনও দেওয়া উচিত হইবে না। সুতরাং এ জামানার এই শ্রেণীর সকল ইসলামী ফেরকা বা দলের জেহাদ সম্পর্কিত

প্রচলিত মসলা বা মতবাদ এবং তৎসঙ্গে তাহাদের এই শিক্ষা যে, অদূর ভবিষ্যতে সেই যুগ আসিতেছে, যখন এক খুনী ও রক্তপাতকারী মাহ্‌দী পয়দা হইবেন, যাহার নাম হইবে ইমাম মোহাম্মদ এবং মসীহ্ তাঁহার সাহায্যার্থে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং উভয়ে মিলিয়া দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি তাহাদের অস্বীকৃতির জন্য কতল করিবেন—ইহা চরম পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধী মতবাদ। ইহা কি সেই আকীদা নয়, যাহা ইনসানিয়ত বা মানবতার সকল পবিত্র গুণ ও শক্তিকে অচল ও স্তব্ধ করিয়া দেয়? এবং হিংস্র ও ইতর প্রাণী সুলভ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনাকে জন্ম দান করে? তেমনিভাবে এই প্রকারের আকীদা ও মত পোষণকারীদিগকে অন্যান্য সকল জাতির সহিত মুনাফেক বা কপটসুলভ জীবন যাপন করিতে হয়?!" ("মসীহ হিন্দাস্তান মেঁ," পৃঃ ৬-৭)

"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জেহাদের বিষয় বর্তমান মৌলবী নামে আখ্যায়িত ইসলামী আলেমগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন এবং তাঁহারা জনসাধারণের সমক্ষে এই বিষয়টির স্বরূপ যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহা কখনও সঠিক নহে। বরং ইহার ফলশ্রুতি ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এই সকল লোক তাহাদের উত্তেজনাপূর্ণ ওয়াজ ও বিবৃতির দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোকজনকে হিংস্র জীব বিশিষ্ট করিয়া তোলেন এবং ইনসানিয়াত ও মানবতার সকল পবিত্র গুণ হইতে তাহাদিগকে বেনসীব ও বঞ্চিত করেন। প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপই সংঘটিত হইয়াছে এবং আমি সুনিশ্চিত জানি যে, কেন এবং কি কারণে ইসলামের প্রাথমিক কালে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, উহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ও বাসনা-কামনার অনুবর্তী এই সকল লোকের মাধ্যমে যত সব খুন ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, সেই সবের গোনাহ্‌র ভার ঐ সকল মৌলবীগণের কাঁধেই বর্তায়, যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এইরূপ মসলা শিক্ষা দিতে তৎপর, যাহার পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া বেদনাদায়ক রক্তপাতে প্রতিফলিত হয়।"

("ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ও জেহাদ," পৃঃ ৫-৭)

অনুবাদ: আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোহাম্মাদ (সাঃ) দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মোহাম্মাদ (সাঃ) যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ (উর্দু দুররে সমীন)

—হযরত মসীহ্ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ইউরোপ সফরকালে সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল সালেস (আইঃ)-এর কল্যাণময় কর্মতৎপরতা

সাক্ষাৎকার, ভাষণ, আলোচনা উপদেশ ও জুমার খোৎবা—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪ই মে, ফ্রাঙ্কফোর্ট (পঃ জার্মানী)—স্থানীয় জামাত ব্যতীত ফ্রাঙ্কফোর্টের বাহিরের কতক বসতি (গ্রাম) এবং শহরের আহ্‌মদীগণ আজও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় তাঁহাদের প্রিয় ইমাম হুজুর (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করেন। হ্যামবার্গ হইতে এক শতেরও অধিক ভ্রাতা-ভগ্নি একটি স্পেশাল বাস এবং মোটর কার যোগে হ্যামবার্গ মসজিদের ইমাম, মুকাররম লয়ীক আহ্‌মদ মুনীর সাহেবের নেতৃত্বে উপস্থিত হন। বহিরাগত মেহ্‌মানগণের জন্য দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের ফ্রাঙ্কফোর্ট মিশনের পক্ষ হইতে করা হয়।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ :

হযরত সাহেব সর্বপ্রথম জার্মানী এবং ঘানার আহ্‌মদীগণকে পৃথকভাবে সাক্ষাৎদানের সুযোগ দেন এবং অর্ধ ঘণ্টারও অধিককাল তিনি তাহাদের সহিত ইংরেজী ভাষায় আলাপ করেন। আলোচনা কালে তাঁহাদের মধ্যকার কোন কোন বন্ধু স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কয়েকটি প্রশ্ন করেন। হুজুর উহাদের সংক্ষেপে, কিন্তু অত্যন্ত সারগর্ভ জবাব দান করেন। প্রশ্ন-উত্তরের এই প্রসঙ্গ অত্যন্ত চিত্তাকার্ষক এবং জ্ঞান ও ঈমান বর্ধক ছিল।

জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক আহ্বান :

একটি প্রশ্ন ছিল যে, হুজুর যখনই জার্মানীর কথা বলেন, তখন অত্যন্ত প্রীতি ভরে শুধু জার্মানী শব্দ (পঃ ও পূঃ উল্লেখ না করিয়া) ব্যবহার করেন। ইহা কি এই ইঙ্গিত বহণ করে না যে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী উভয় অখণ্ড দেশে পরিণত হইবে? হুজুর বলেন, আমি যখনই কথা বলি, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আমার দৃষ্টির মধ্যে থাকে এবং উহাতে দেশ ও জাতি, ধর্ম ও জাতীয়তাবাদ এবং বর্ণ ও গোত্রগত কোন ভেদাভেদ থাকে না। তিনি বলেন, আমি তো মনে করি, শুধু জার্মানীই নয়, বরং ইনশাআল্লাহ্

সমগ্র জগৎ ইসলামের পতাকার নীচে একত্রিত হইবে, এমন কি, যে সকল লোক আজ ধরণী হইতে খোদার নাম নিশ্চিহ্ন করিবার নিমিত্ত তৎপর, তাহারাও খোদাতায়ালার গোলামী ও দাসত্ব গ্রহণ করিবে।

তিনি বলেন, যে সকল অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া জগৎ এখন অতিক্রম করিতেছে তৎ সম্পর্কে পূর্ব হইতে ভবিষ্যৎবাণীসমূহ মজুদ রহিয়াছে। যদি দুনিয়া বর্ত্তমান আচরণ ও গতিধারা পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে ইহা মানবতার জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক বেদনাদায়ক ঘটনা হইবে। বর্ত্তমান তাহজীব তমদ্দন ও সভ্যতার নাম-নিশানা বিলীন ও হইয়া যাইবে। হুযুর বলেন, দুনিয়ার একাংশ উহার বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণা ও ভাব-ধারা এবং আনবিক অস্ত্রাদির ধ্বংসাত্বক প্রতিযোগিতার দ্বারা তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি করিতেছে। এই ভয়াবহ আশঙ্কা হইতে নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা ও উপায় এই যে, দুনিয়া নিজের ইসলাহ্ (সংশোধন) করুক এবং নিজের সৃজনকারী ও সর্বময় কর্তা (খালেক ও মালেক) খোদার উপর ঈমান আনায়ন পূর্বক নিজেদের সার্বিক ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে মানবতার কল্যাণার্থে নিয়োজিত ও উৎসর্গ করুক।

শিক্ষা লাভের জন্য প্রত্যেক দেশে যাওয়া উচিত ঃ

একজন বন্ধু আরজ করিলেন যে, যদি কোন কমিউনিষ্ট দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে কি সেই সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে?

হুযুর বলেন, কেন গ্রহণ করা যাইবে না? যদি তাহারা অনুমতি ও সুবিধা দান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ফায়দা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের কাহারও সহিত শত্রুতা নাই। তাহারাও আমাদের মতই মানুষ। আমরা সকলই মানব গোষ্ঠির একই সূত্রে গাঁথা। হুযুর বলেন, মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সেই জন্য আল্লাহ্-তায়ালার নিকট এই দোওয়া করিতে থাকা উচিত, তিনি যেন আমাদিগকে তাহাই দান করেন যাহাতে আমাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ায় কল্যাণকর হয়। আল্লাহ্তায়ালা 'আল্লামুল গুয়ুব'—সকল অজ্ঞেয় বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। একমাত্র তিনিই জানেন, কোন জিনিষটি আমাদের জন্য কল্যাণকর এবং কোনটি নহে।

সম্মিলিত সাক্ষাৎ এবং হুযুরের ভাষণ :

অতঃপর ফ্রাঙ্কফোর্ট এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকা এবং হ্যামবার্গ হইতে আগত তিন শতাধিক ব্যক্তির হুযুরের সহিত সম্মিলিতভাবে সাক্ষাৎ আরম্ভ হয়, যাহা এক ঘন্টাব্যাপী

অব্যাহত থাকে। হুজুর বন্ধুগণকে যে সকল নসীহত ও হেদায়াত দান করেন উহাদের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে পেশ করা গেল। হুযুর বলেন:

"এখানে আমাদের অধিকাংশ বন্ধু কর্ম-সংস্থান, উপার্জন এবং বাসস্থান ও অবস্থান প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছেন, যেগুলির প্রতিধ্বনী আজ এই মজলিসেও শুনা গিয়াছে।" সুতরাং বিভিন্ন বন্ধুর পক্ষ হইতে তাহাদের সেই সকল অসুবিধার কথা জানাইলে সেই প্রসঙ্গে হুযুর ১৯৭০ সালে পঃ আফ্রিকার ঐতিহাসিক সফরান্তে অনুষ্ঠিত তাঁহার প্রেস কনফারেন্সের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন, ইহা জার্মান দেশ। তোমরা এই দেশে ততক্ষণ পর্যন্তই থাকিতে পার, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে এখানে রাখিতে চায়। কিন্তু নীতিগতভাবে আমার এই বক্তব্যটি স্মরণ রাখিবে যে, যদি তোমরা প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা আখলাক ও উত্তম চারিত্রিক গুণ এবং সুমধুর ব্যবহার দ্বারা তাহাদের হৃদয়কে জয় করিতে পার, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে নিস্ক্রান্ত করিবে না। সেইজন্য তোমরা তাহাদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা কর। তাহাদের জন্য দোওয়া কর আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে সেই ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন, যে ধ্বংসের দিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। খোদা না করুন, যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল দেশ আর উপার্জনের ক্ষেত্র থাকিবে না, বরং রোদন-ভূমিতে পরিণত হইবে।

কোন কাজকে মানহানিকর মনে করা উচিত নয়:

হুযুর আরও বলেন: তোমরা এখানে এরূপ অনেক কাজ শিখিয়াছ, যেগুলির সম্বন্ধে নিজেদের দেশে কল্পনাও করিতে পারিতে না। সেইজন্যই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, ওকারে-আমল কর। কোন কাজকে মর্যাদা হানিকর বলিয়া মনে করা উচিত নয়। প্রত্যেক কাজ সম্মান জনক। অতএব হোটেলের টেবিল সাজান, আলু কাটা, বাসুন-পত্র ধোয়া, খাওয়ান ইত্যাদি খারাপ কাজ নয়। এইগুলি মানহানিকর কিছুই নয়। প্রত্যেক কাজ সম্মান জনক। কোন কাজে সম্মানহানি তখনই হয় যখন উহাতে অসততা অনুপ্রবেশ করে। সেইজন্য প্রত্যেক কাজ সততার সহিত করা উচিত।

হুযুর বলেন, আমাদের দেশে সমোসা বা বাতাসা বানানোর কাজের প্রচলন আছে। যদি এই সকল বন্ধু এখানে সেই কাজ করেন তাহা হইলে হোটেলে কাজ করার চাইতে প্রথমতঃ ঐ কাজ বেশী সম্মান জনক, দ্বিতীয়তঃ অধিক লাভজনকও বটে। সেইজন্য উৎকৃষ্টতর পন্থা ও পেশা এবং কৌশল শিখার দিকে বেশী মনোযোগী হও।

নেক নমুনাই উৎকৃষ্ট তবলীগ ঃ

হুযুর বলেন, জামাত আহ্‌মদীয়ার উপর ইসলাম প্রচারের গুরু দায়িত্বভার ন্যাস্ত করা হইয়াছে। আমরা প্রকৃত তৌহিদ এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাহাত্ম ও মর্যাদাকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মহান ও কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য আমাদের পক্ষে ইহা অতীব জরুরী যে, আমরা দুনিয়ার সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করি; মানবতার কল্যাণার্থে মুর্তিমান দোওয়ায় পরিণত হই; হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাবলী সদা অধ্যয়ন করি। কেননা, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর সমাধান নিহিত আছে। কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করুন। ইহাতেই মুমেন ও অ-মুমেনের মধ্যকার পার্থক্যকারী স্বতন্ত্র মর্যাদা' প্রতিফলিত হয়।

সুতরাং আমি আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকল আহ্‌মদীকে বলিতেছি যে, তাহারা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে এক স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সৃষ্টি করে। ইহা এই ভাবেই সম্ভবপর যে, অপরাপরের সহিত আমাদের ব্যবহার ও আচরণ উত্তম হয়, আমাদের কথা ও বচন মধুর হয়। আমাদের আখলাক ও চরিত্র উৎকৃষ্ট হয়, আমাদের দোওয়া কবুলিয়তের মর্যাদালাভ করে। আমাদের সততা ও দিয়ানতদারী দৃষ্টান্ত তুল্য হয় আমাদের পরিশ্রমের উদ্দীপনা অতুলনীয় হয়। মোট কথা, আমাদের নমুনা ও আদর্শ যেন সকল দিক দিয়া উৎকৃষ্ট ও উত্তম হয়, যাহাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং ইসলাম সারা দুনিয়ার উপর প্রাধান্য লাভ করে।

জামাত আহমদীয়ার উপর আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহের বারিধারা ঃ

হুযুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বড়ই অনুগ্রহকারী। তিনি আমার খেলাফতকালের প্রারম্ভে এলহামযোগে বলিয়াছিলেন : 'মাঁয় তেনু এ্যানা দেয়াঙ্গা কেহ্ তুঁ রাজ জায়েঙ্গা' (—"আমি তোমাকে এত অধিক অনুগ্রহ দান করিব যে, তুমি পরিতৃপ্ত হইবে"। শুধু সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বাজেটের কথাই ধরুন। ১৯৭৪-৭৫ সনে উহার বাজেট ছিল ২৪ লক্ষ টাকা কিন্তু বিগত বৎসর তিন গুণ বেশী, অর্থাৎ ৭৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে, যাহা আসল বাজেট হইতেও ১৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ছিল। আল-হামদুলিল্লাহ্ আলা যালেক। কতক লোক এই কুরবাণীর প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উহা জানা নাই যে, আহ্‌মদীয়াতের মুখলেস (নিষ্ঠাবাণ ব্যক্তি বর্গ কোন্ মৃত্তিকায় সৃষ্ট এবং কিরূপ মন ও মাস্তকের অধিকারী। হুযুর বলেন, ইহারা সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়াছে এবং নিজেদের অনুপম জানী ও মালী কুরবাণীর দ্বারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

হুযুর মজলিস নুসরত জাহানের ব্যবস্থাধিনে পরিচালিত হাসপাতাল এবং স্কুলগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন : ইহা খোদাতায়ালার ফজল যে, তিনি আমাদের ডাক্তারগণের হাতে এরূপ শেফা (আরোগ্যের গুণ) রাখিয়াছেন এবং আহ্‌মদী শিক্ষকগণের কথায় এরূপ তাসির ও প্রভাব এবং তাহাদের কাজে এরূপ বরকত ও কল্যাণ নিহিত করিয়াছেন যে, সেখানের (আফ্রিকার) লোক আমাদের হাসপাতাল ও স্কুল কলেজ গুলির কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ। হুযুর বলেন : এই কবুলিয়ত ও আকর্ষণ আমার এবং আপনাদের এখতেয়ার ও ক্ষমতায় নয়, বরং ইহা কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও অনুগ্রহ। ইহার জন্য যতই শোকর করা যায়, ততই কম।

আরবী ঘোড়ার কথা ঃ

সন্ধ্যাবেলায় হুযুর আকদাস (আই:) 'ডিটাস বাখ' DITZEN BACH-এর নিকট বর্তী একটি ফার্মে গমণ করেন। সেই ফার্মের ম্যানেজার মিঃ হার্টম্যান (HART MANN) হুজুরকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হযরত সৈয়দা বেগম সাহেবার তরফ হইতে মিসেস হার্টম্যানকে ফুলের তোড়া উপহার প্রদান করা হয়। হুজুর ফার্মে মজুদ বিভিন্ন জাতের ঘোড়া পরিদর্শন করেন। সেগুলি যদিও স্বাস্থ্যবান ও সবল ছিল কিন্তু আরবী জাতের ঘোড়ার ন্যায় সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল না। আরবী জাতের ঘোড়ার উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও বৈশিষ্ট সমূহ হুযুর বার বার উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে হুযুর এক জার্মান মহিলা শ্যালের (SCHELE) প্রণীত গ্রন্থ AXAD HORSE IN EUROPE, যাহার জার্মান নাম ARABER IN EUROPA-এর কথার প্রতীক বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং জার্মান আহ্‌মদী ভ্রাতা জনাব হেদায়েতুল্লাহ্ হিউবশকে বলেন যে, তিনি যেন এই উপলক্ষের স্মৃতি স্বরূপ উক্ত গ্রন্থের এক কপি হুজুরের স্বাক্ষর সহ মিঃ হার্টম্যানকে পেশ করেন। সুতরাং পরে সেই গ্রন্থ হুযুরের তরফ হইতে তাঁহাকে পেশ করা হয় উহার উপর হুযুর নিজের কলম দ্বারা লিখেন, "আল্লাহ্‌তায়ালা স্বীয় রহমতের দ্বারা আপনায় ভূষিত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।"

হুজুর আরবী ঘোড়ার অসাধারণ শক্তি ও স্ফূর্তি সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইহা এক কামালিয়ত (বা মহান বিশেষত্ব) যে, তিনি আরবের শুষ্ক মরু ভূমিতে বসবাসকারী বরবর জাতিটির আমূল পরিবর্তন ঘটাইলেন। তাঁহার স্বর্গীয় সংসর্গের ফয়েজ ও কল্যাণ এবং শিক্ষা ও তরবিয়তের পরশ ও সুপ্রভাবের দ্বারা তাহাদের মধ্যে এক অতি মহান বিপ্লব

সংঘটিত হইল, যাহার ফলে তাহারা অতি স্বল্প কালের মধ্যেই কৈসর ও কিসরার সাম্রাজ্য সমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। মুসলমানগণের ঐ সকল মহান বিজয়ের ক্ষেত্রে আরবী ঘোড়ার ভূমিকা স্ব স্থানে এক অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য যাহা আজ পর্যন্ত ইউরোপ বাসীরাও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।"

ফ্রেঙ্কফোর্টে জুমার নামায ঃ

১৯ই মে, মসজিদে-নূর—ফ্রেঙ্কফোর্টে হুজুর আকদাস (আইঃ) জুমার নামায পড়ান এবং এক ঘন্টা ব্যাপী খোৎবা প্রদান করেন। তিনি খোৎবাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবী এবং তাঁহার মোকাম ও মর্যাদার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন এবং জামাতকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর কেতাব সমূহ সদা নিয়মিত পাঠ করার জন্য নসীহত করেন, যাহাতে তাহাদের নিকট হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা সুস্পষ্ট থাকে এবং তাঁহারা কোন প্রকার ওসওয়সা বা সন্দেহের শিকার না হন

ফ্রেঙ্কফোর্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা ছাড়া বহু দূর-দূরান্তের শহর গুলি হইতেও আগত বিপুল সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি হুযুরের অনুবর্তিতায় জুমার নামায আদায় করেন এবং হুযুরের মূল্যবান খোৎবা ও উপদেশমালা শ্রবণে কল্যাণমণ্ডিত হন।

ফ্রেঙ্ক.ফার্ট, (পঃ জার্মানী): ১০ই মে ১৯৭৮ইং—

হুজুর মিশন হাউসে উঠিয়াছেন। স্বল্পকালের জন্য অবস্থান করিবেন। অতঃপর আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাইবেন। কনফারেন্সে বক্তৃতার প্রস্তুতির সাথে সাথে জার্মানীর বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের বিস্তৃত জামাতের বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাতের মাধ্যমে তাহাদের তরবিয়ত ও ইসলাহের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হুজুরের সম্মুখে রহিয়াছে। এই দিনগুলিতে জমাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণের সহিত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত মুলাকাতের ধারা অব্যাহত চলিয়াছে। হুজুরের শুভাগমনে এখানেও স্থানীয় ও বিদেশী আহমদীগণের জন্য প্রকৃতপক্ষে এক অপূর্ব আনন্দের বার্তা বহিয়া আনিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রীতি ও স্পৃহার প্রবাহ খেলিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে তাহাদের প্রিয় ইমাম (আইঃ)-এর সহিত তাহাদের যে গভীর ভালবাসা, এখলাস ও উদ্দীপনার অভিব্যক্তি ঘটিতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষেই ঈর্ষার যোগ্য 'জাযাহুমুল্লাহু তায়ালা খাইরান'।

০ই মে, দ্বিপ্রহরের পর যখন হুজুর এখানে পৌঁছান, কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি মসজিদে আসেন এবং জোহর ও আসরের নামায পড়ান। তারপর প্রায় অর্ধঘণ্টা ব্যাপী তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অবস্থান করেন। "ক্রুশ হইতে হযরত মসীহ (আঃ)-এর

নিষ্কৃতিলাভের" বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকে। হুজুর বলেন, মসীহর 'কাফন'-এর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই এবং উহাকে কোন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনও নাই। কেননা এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ মওজুদ আছে, যাহা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইসলামের পুনর্জীবন ও জামাত আহমদীয়ার কর্তব্য ঃ

'হযরত মসীহ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ' সম্পর্কে যে সকল নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ সর্ব সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে উহাদের কথা উল্লেখ করার পর হুজুর বলেন, এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ এত উজ্জ্বল যে, কাহারও অস্বীকার করার অবকাশ নাই। কিন্তু যতক্ষণ না হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান রুহানী সন্তান হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিত, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাই নির্ধারিত এবং জরুরী ছিল যে, মানুষের বুদ্ধি বিবেক ঢাকা পড়িয়া থাকিত এবং উল্লেখিত প্রমাণাদীও উদঘাটিত হইত না। এখন হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অবির্ভাবের সঙ্গে ইসলামের পুনর্জীবনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইসলামের বিশ্ব ব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় সন্নিকট। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন নিজেদের নমুনা ও ব্যবহারিক জীবন এরূপ উত্তমরূপে গড়িয়া তুলি, যাহাতে প্রথমতঃ আমাদের আখেরাত কল্যাণমণ্ডিত হয়, আর দ্বিতীয়তঃ জগত ইসলামের সহিত সুপরিচিত হইতে পারে। ইহার জন্য বেশী কিছু ব্যয় করিতে হয় না। প্রয়োজন শুধু কলুষিত অভ্যাস গুলি হইতে বিরত থাকার হুজুর বলেন, খোদাতায়ালা দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন ইহা মানুষের কাজ, যে হয়ত সে তাহার স্বভাবজ শক্তি ও ক্ষমতাগুলির সঠিক পরিপোষণ ও উন্নতি সাধন করিয়া নেকীর পথে পরিচালিত হইবে; নয়ত তাহার প্রকৃতি পরিপন্থী কার্য করিয়া গুনাহগার সাব্যস্ত হইবে। হুজুর বলেন, আমি এখানকার প্রত্যেক আহমদীকেই এই নসিহত করিতেছি, সে যেন ইসলামের একটি আদর্শতুল্য দৃষ্টান্ত ও নমুনা হওয়ার চেষ্টা করে। ইহাতেই তাহার নিজের মঙ্গল এবং ইসলামের উন্নতির রহস্য নিহত রহিয়াছে।

জুমার নামায আদায় ঃ

২২ই মে, শুক্রবার, হুজুর দুইটার সময় জুমার নামায পড়ান। খোৎবাতে হুজুর মানুষের প্রাকৃতিক বা স্বভাবজ শক্তি-সমূহের উল্লেখ করিয়া উহাদের পরিপোষণ, উন্নয়ন

ও বিকাশ সাধনের মঙ্গলামঙ্গলের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং জামাতের বন্ধুগণকে নসিহত করেন, তাঁহারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলির যথার্থরূপে পরিপোষণ ও বিকাশ সাধন করিয়া নেকীর পথসমূহ অবলম্বন করেন এবং সহি ফেৎরতের পরিপান্থি কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকেন, যাহাতে তাহারা এই ধারায় এই সকল দেশের লোকজনকে ইসলামের দিকে আনয়নের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হন। স্থানীয় জামাত ব্যতীত আরও ২৪টি মোকাম হইতে আগত শতাধিক পুরুষ ও মহিলা হুজুরের অনুবর্তিতায় জুমার নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইসলামী দেশসমূহের সংহতির জন্য দোওয়া :

নামাযের পর হুজুর বেশ কিছুক্ষণ বন্ধুগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া কয়েক জনের নিকট তাহাদের হাল অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। প্রসঙ্গত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কথা উল্লেখ হইলে হুজুর বলেন, আমাদের এই দোওয়া যে. আল্লাহতায়ালা যেন ইসলামী দেশগুলিকে ফেৎনা ও ফসাদ হইতে রক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে প্রকৃত শান্তি, স্বাচ্ছন্দ এবং সংহতি দান করেন। হুজুর বলেন : দুনিয়াতে বিপ্লবের পর বিপ্লব হইতে থাকে, কিন্তু যে বিপ্লবের আবর্তে মহিলাগণ ও শিশুরাও পড়িয়া যায় এবং ক্ষমতার জন্য হাজারো মানুষকে নৃশংসভাবে নিধন করা হয়, তাহা মানব ইতিহাসের এরূপ এক রক্তাক্ত অধ্যায়, যাহার জন্য প্রত্যেক হৃদয়বান দরদী মানুষ মর্মাহত না হইয়া এবং দুঃখ-বেদনা প্রকাশ না করিয়া পারে না। আল্লাহতায়ালা মুসলিম দেশগুলিকে উক্ত প্রকারের বিপ্লব সমূহ হইতে রক্ষা করুন।" আমীন।

আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের উদ্দেশ্যে অমূল্য নসিহত :

হুজুর তাঁহার খোদ্দামবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমি আনন্দিত যে আমাদের যুবকগণ মাশাআল্লাহ খুব ভালভাবেই কাজ করিতেছেন। কিন্তু তাহারা এই কথাটি নিশ্চয় স্মরণ রাখিবেন যে, যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া টাকা-পয়সা উপার্জন করা হয়, সেইরূপ দরদ, যত্ন ও শৃঙ্খলার সহিত তাহা খরচ করাও জরুরী। তদপরি, যখন এখানে জীবিকা উপার্জনের দিক দিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীনতা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নিজেদের উপজীবিকা ও উপার্জনকে সংযত ও সংরক্ষণ করার বিষয়ে অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন।

হুজুর তাহাদিগকে এই উপদেশও দান করেন যে, তাহারা দুনিয়ায় অবশ্য উপার্জন করুন, আরও উত্তমরূপে করুন—খোদাতায়ালা তাহাদের ধন সম্পদে বরকতও দিন। কিন্তু এই

কথাটি সদা স্মরণ রাখুন যে তাঁহারা আহমদী এবং তাঁহারা দুনিয়ার সহিত এক জবরদস্ত রুহানী ও আখলাকী জেহাদ ও সংগ্রামে নিয়োজিত আছেন, যাহা তাহাদিগকে আহমদীয়া খেলাফতে-হাক্কার স্বর্গীয় ঢালের পশ্চাতে অত্যান্ত সাহসিকতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে এবং যাহা কিছুই ঘটুক না কেন কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার সামনে মাথা নীচু হইতে দিবে না।

সেনিগালের এক যুবক মেডিক্যালে ছাত্র এবং নিয়মিত জুমার নামায আমাদের মসজিদে আসিয়া আদায় করেন। তিনি আজও নামাযে শামিল ছিলেন। নামাযের পর তিনি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎলাভের আকাংখা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং হুজুর মুবাল্লিগ সাহেবের অফিসে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করেন। সেনিগাল এবং অন্যান্য আফ্রিকান দেশ সম্পর্কে অনেক্ষণ আলাপ আলোচনা করেন, যাহা আফ্রিকাবাসীর প্রতি হুজুরের গভীর অনুরাগ ও ভালবাসার প্রতীক ছিল।

রাত এগার নামাযের পূর্বে আমাদের জার্মান নও-মুসলিম ভ্রাতা আবদুস সবুর সাহেব ও তাঁহার বেগম সাহেবকে হুজুর সাক্ষাৎদান করেন। ভাই সবুর সাহেব জুমার নামাজের পর হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ লাভের দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

(দৈনিক আল-ফজলে প্রকাশিত রিপোর্ট সমূহ হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

খেলাফত দিবস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—চৌধুরী আবদুল মতিন

মুসলমানেরা কেন অপরিচিত খলিফাকে চিনিবে না!
আদম-সন্তানের জান্নাত সাজাল আদম খলিফা!
খলিফাই প্রথম এল দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি—
আদমী মূর্তিকে ইন্‌সান বানান ইহাই তাঁহার বিধি।
মানবোন্নতির শিক্ষা-দীক্ষায় ওহি প্রাপ্ত নবুয়ত
সংস্করণ ও সংরক্ষণ সংবিধানে খেলাফত!
ইমাম মেহদীর প্রথম খলিফা দ্বীনের প্রদিপ্ত 'নূর'
যুগের জমাট আঁধার রাশি জ্ঞানালোকে করিলেন দূর।
রাজ দরবারে জ্ঞানের খনি হেকিম নুরুদ্দিন
মাহদীর পিয়ারা নয়ন-মনি দ্বীনের গবেষণায় লীন।
আহা যদি প্রত্যেক হত নূরুদ্দিনের মত
মাহদী বলিতেন: "আমার রাজ্যে কত রবি উদয় হত"! (ক্রমশঃ)

"হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ" বিষয়ে

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স প্রসঙ্গে

বৃটিশ প্রেস—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাপ্তাহিক 'মার্কারী' (মিডল্যাণ্ড) :—

"যে মহান ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলনকে পরিচালিত করিতেছেন"

হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ -এর তৃতীয় খলিফা। তিনি ১৯০৯ ইসাব্দের নভেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৫ ইসাব্দের একই মাসে খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি অতি অল্প বয়সে সমগ্র কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আরবীতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

অতঃপর লাহোর সরকারী কলেজ হইতে আরবী ও দর্শনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করিবার পর তিনি অক্সফোর্ডের বলিওল কলেজে লেখা-পড়া চালিয়ে যান এবং সেখান হইতে অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় কথপোকথন করিতে পারেন।

১৯৪৪ ইসাব্দে তিনি পাকিস্তানের বাবোয়ার তালিমুল ইসলাম কলজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর তৃতীয় খলিফা পদে নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার পরিকল্পনাধীনে বহু সংখ্যক স্কুল, চিকিৎসাকেন্দ্র ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই আফ্রিকায়।

তিনি আহমদীয়া আন্দোলনের প্রচারকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাইয়াছেন।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আই) একজন মৌমাছি বিশেষজ্ঞ ও গোলাপ ফুল উৎপাদনকারী। উত্তম জাতের ঘোড়ার এক আস্তাবলও তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

আহমদীয়া আন্দোলনের নেতা মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৩৫ ইসাব্দে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে জন্ম গ্রহন করেন। কাদিয়ান তখন একটি সাধারণ গ্রাম ছাড় আর কিছুই ছিল না। খুব অল্প লোকই ইহার নাম জানিত। কিন্তু সেই প্রত্যন্ত গ্রাম হইতে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক দিগন্তের সূচনা হইয়াছে যাহা অতি শীঘ্র সারা জগৎকে হতবাক করিয়া দিবে। কারণ এইখানেই ১৮৮৯ ইসাব্দে আহমদীয়া—

আন্দোলনের জন্ম হয়। কোরআন শরীফের শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে ঈসা (আঃ) ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন নাই। তিনি অলৌকিক ভাবে মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। তাঁহার নিজের গবেষণামূলক অনুসন্ধান ইহা প্রমাণ করে যে ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা (আঃ) ভারতবর্ষে গমন করেন এবং সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ ইসাব্দে ঘোষণা করেন যে বাইবেল ও কোরআন শরীফ এই উভয় ধর্মগ্রন্থের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আল্লহতায়ালা তাঁহাকে নবী অথবা প্রতিশ্রুত মসীহ মনোনীত করিয়াছেন।

কঠোর দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার সত্ত্বেও আহমদীয়া আন্দোলনের সদস্যদের গভীর বিশ্বাস, পরিপূর্ণ উৎসর্গ ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলে এই আন্দোলন সেই নিঃস্ব অবস্থা হইতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। (সানডে 'মার্কুরী', বার্মিংহাম, ইংল্যাণ্ড, ৪ঠা মে ১৯৭৮ইং)

The Khalifa walks among his followers at the London Mosque in Putney. (Sunday Mercury, Birningham, England)

The number of people attending the Conference was so great that an overflow room with video screen had to bebrought into use.

সানডে 'মার্কারী' বার্মিংহাম, ইংল্যাণ্ড :—

কনফারেন্সে হযরত সাহেবের (আইঃ) বক্তব্য :

।। প্রকৃত মুক্তির উপায় : আল্লাহ্ এক ।।

'হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ' বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সমাপ্ত অধিবেশনে খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, তৌহিদ বিশ্ব জগতের মৌলিক সত্য। যাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে ও ইসলাম গ্রহণ করিতে পিছপা হইবে তাহারা ভয়ঙ্কর ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হইবে।

Khalifatul Masih III, Hazrat Mirza Nasir Ahmed, makes the final address at the Historic Three-day Conference in London's Commonwealth Institute. Behind him is a picture of the founder of the movement, Hazrat Mirza Gulam Ahmad. (Sunday Mercury)

বিস্ময়কর :

আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি উপলব্ধি করি। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না যে এই অগ্রগতির মধ্যেই ধ্বংসের উপাদান নিহিত রহিয়াছে। আমাদের নিজেদের কর্মের ফলে আমরা যে সর্বনাসের সম্মুখীন, তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভের মাত্র একটি উপায় আছে। তাহা হইল আল্লাহতায়ালার হস্তে আমাদের হস্ত স্থাপন করা। অতঃপর আমাদের সকলের উচিত সম্পূর্ণরূপে সমস্ত প্রতিমা, মানুষ ও আমাদের নিজেদের অহংবোধেও আল্লাহতায়ালার সহিত প্রত্যেক প্রকারের অংশীদারী পরিত্যাগ করা ও একমাত্র সত্য খোদাতায়ালার রহমতের ছায়ায় একত্রিত হওয়া।

তিনি ঈসা (আঃ) এর ঈশ্বরত্বকে মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাঁহার দীর্ঘ পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতাকালে ইহার স্বপক্ষে বাইবেল ও কোরআন হইতে উদ্ধৃতি দেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ এক এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। না আছে তাঁহার কোন পুত্র—না আছে কোন সঙ্গী ; যমীন ও আসমানে একমাত্র তিনিই সকলের এবাদতের যোগ্য।

মতবাদ :

খৃষ্টানদের মতে আল্লাহতায়ালা মানুষকে এত ভাল বাসেন যে, মানুষকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি সমগ্র মানব জাতির পাপের বোঝা তাঁহার পুত্র ঈসা (আঃ)-এর উপর আরোপ করেন এবং ক্রুশে মৃত্যু ঘটাইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে পুনরুত্থিত করেন। এইভাবে আল্লাহতায়ালার ঐশী বিচার, যাহা শাস্তির দাবী করে ও ঐশী দয়া, যাহা ক্ষমারদাবী করে উভয়ের মধ্যে কল্পিত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেন

অসঙ্গত :

হযরত সাহেব (আইঃ) বলেন, ইসলামের মতে এই পরিকল্পনা যুক্তি বিরুদ্ধ ও কোন দৃষ্টিকোন হইতে ইহা গ্রহণ-যোগ্য নয়। বিচারের মানদণ্ডে ইহা স্পষ্টতঃই অসঙ্গত যে একজনের অপরাধের জন্য অন্য একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক দর্শনের দৃষ্টি কোন হইতে আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার আদেশের অবাধ্য হওয়া ও তাঁহার প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াই পাপ বা অভিশাপ।

তিনি প্রশ্ন করেন, কিভাবে মানুষ আল্লাহতায়ালার আনুগত্য ও প্রেম লাভ করিতে পারে যখন তাহার পুত্র স্বয়ং ইহা হইতে বঞ্চিত ?

ইসলামের মতে আল্লাহতায়ালার ভয়, ভালবাসা ও পূর্ণ উপলব্ধির মূল ভিত্তি হইতেছে তাঁহার জ্ঞান তত্ত্ব লাভ করা। আল্লাহতায়ালার প্রতি মানুষের প্রকৃত প্রেম আল্লাহতায়ালার প্রেমকে আকর্ষণ করে ঐ সত্যিকার ও খাঁটি প্রেম আল্লাহতায়ার ক্রোধ ও দোযখের অগ্নির সহিত একত্রে অবস্থান করিতে পারে না।

রক্ষা কবচ :

যাঁহাকে পূর্ণ ভয় ও পূর্ণ প্রেম দেওয়া হয়, একমাত্র তিনিই সমস্ত পাপ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারেন ; কারণ, নির্ভীকতা ও উদাসিনতা হইতেই পাপের উৎপত্তি।

ইহাই প্রকৃত মুক্তি এবং এই মুক্তির জন্য আমাদের কোন রক্তপাতের বা কোন ক্রুশে আরোহণের প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রয়োজন কেবলমাত্র আমাদের অহংবোধকে বলিদান করা। মুক্তিলাভের অর্থ কেবল এই নয় যে, পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া। প্রকৃত মুক্তিলাভের অর্থ ঐ চিরন্তন সৌভাগ্য লাভ করা, যাহার প্রতি মানবের প্রকৃতির মধ্যে তীব্র আকাঙ্খা বিদ্যমান এবং যাহা কেবল আল্লাহতায়ালার সহিত সত্যিকার ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্জন করা যাইতে পারে। এই মতবাদ নিরর্থক যে, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ঐশী বিচার পূর্ণ গলাভ করিতে পারেন না এবং ইহা ভ্রমাত্মক যে বিচার ও দয়া ঐশ্বরীক স্বত্বার মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না।

The Khalifa seated among representatives of the tribes of Israel at the London Mosque. (Sunday Mercury, Birningham, England)

নিষ্কৃতিলাভ :

আল্লাহতায়ালার অংশীবাদিতা প্রশ্নে হযরত সাহেব (আইঃ) বলেন যে, বাইবেলে আল্লাহতায়ালার একত্ব সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হইয়াছে। তাঁহার তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ধারাবাহিকভাবে একজনের পর আর একজন নবী পাঠানো হইয়াছে। ইসরাইলীয়দের মধ্যে কোন একজন নবীও একথা ঘোষণা করেন নাই যে, আল্লাহতায়ালার কোন শরীক আছে। বাইবেলের বাগ্‌ধারায় মানুষকে প্রায়ই আল্লাহতায়ালার পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যদি ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালার পুত্র বলা হইয়া থাকে, তবে তিনি অন্যান্যদের অপেক্ষা কোন উচ্চতর মর্যদার অধিকারী নহেন। কারণ, তাহাদিগকেও আল্লাহ-তায়ালার পুত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ঈসা (আঃ কে ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে অব্যাহতি দিয়া ও তাঁহাকে অভিশপ্ত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া পবিত্র কোরআন এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহা সর্বজনীন ভাবে স্বীকৃত যে, কোন ব্যক্তিকে অভিশপ্ত তখনই বলা যাইতে পারে, যখন তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহতায়ালার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। এই মতবাদ উদ্ভাবন করিবার সময় খৃষ্টানগণ অভিশপ্ত হওয়ার মর্ম চিন্তা করে নাই। যদি তাহারা উহা চিন্তা করিত তাহা হইলে ইহা সম্ভব ছিলনা যে ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় ধার্মিক নবীর (আঃ) উপর ইহা আরোপ করে।

স্ববিরোধী :

এইরূপ বিশ্বাস ও ধারনা কেবলমাত্র ঈসা (আঃ)-এর নবুওত ও রেসালতের ক্ষেত্রেই স্ববিরোধী নহে বরং তাঁহার মহত্ব, পবিত্রতা, প্রেম ও আল্লাহতায়ালার তত্ত্বজ্ঞান লাভের দাবীও স্ববিরোধী হইয়া যায়। কারণ, ইহা তাঁহার প্রচারিত বাণীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোরআন করীমের সাক্ষ্য :

—এ. ডি, ম্যাডসনের বক্তব্য

ডেনমার্কের লুথান চর্চের ভিকারের (পল্লী যাজক) পুত্র জনাব এ, ডি, ম্যাডসেন 'মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ' বিষয়ে কোরআনী সাক্ষ্যের উপর বক্তৃতা রাখেন। ম্যাডসেন সাহেব কয়েকখানি ধর্মীয় পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অতি সম্প্রতি ডেনিশ ভাষায় কোরআন করীমের অনুবাদও সমাপ্ত করিয়াছেন।

ম্যাডসেন সাহেব বলেন, ইহুদীরা ঈসা (আঃ)কে ক্রুশে হত্যা করিয়া তাঁহার মসীহ হওয়াকে অগ্রাহ্য করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহতাতালা তাঁহাকে ক্রুশে লজ্জাকর (অভিশপ্ত) মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দেন। ফলে তিনি তাহাদের নিকট কেবলমাত্র দৃশ্যতঃ মৃত বলিয়া মনে হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বাঁচিয়া যান। পরিণত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। 'মুতাওয়াফ ফিকা' শব্দে এই প্রতিশ্রুতিই নিহিত রহিয়াছে। এই শব্দটি দ্বৈত অর্থবোধক : (১) কেবলমাত্র স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটানো নয় (২) উপরন্তু "আমি তোমার আয়ুষ্কাল নিশ্চয় পূর্ণ করিব।"

(সাপ্তাহিক 'মার্কারী' বার্মিংহাম, ইংল্যাণ্ড, ৪ঠা জুন, ১৯৭০ইং)

অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ

হযরত খলিফতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ৮ই জুলাই তারিখে পশ্চিম আফ্রিকার তবলিগী সফরে রওয়না হইয়াছেন

বন্ধুগণ হুজুরের স্বাস্থ্য ও সালামতী এবং উক্ত সফরের অসাধারণ সাফল্যের জন্য দোওয়া করুন।

রাবওয়া, ৫ই জুলাই—হুজুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুকররম সাহেবজাদা মির্যা আনাস আহমদ সাহেব ক্যবল গ্রাম যোগে জানাইয়াছেন যে, সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ৮ই জুলাই তারিখে লণ্ডন হইতে পশ্চিম আফ্রিকার তবলিগী সফরে রওয়ানা হইতেছেন। হুজুর (আইঃ) জামাতের সকল ভ্রাতা ভগ্নিকে আহ্বান জানাইয়াছেন যে, তাহারা যেন উক্ত সফরের অসাধারণ সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে ক্রমাগত দোওয়া করেন।

প্রেরিত ক্যবল গ্রাম :

লণ্ডন, ২রা জুলাই—হুজুর আকাদাসের স্বাস্থ্য আল্লাহতায়ালার ফজলে এখন অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল। আলহামদুলিল্লাহ। জামাতের সকলকে তিনি "আস-সালামুলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু" জানাইয়াছেন। হুজুর ৮ই জুলাই '৭৮ইং তারিখে ৪ সপ্তাহের জন্য আফ্রিকার সফরে রওয়ানা হইতেছেন। হুজুর যথাক্রমে নাইজেরিয়া, ঘানা, গেম্বিয়া এবং সিয়েরালিউন সফর করিবেন। হুজুর জামাতকে এই সফরের সফলতার জন্য খাসভাবে দোওয়া করিবার জন্য তাহরীক করিয়াছেন।

জামাতের সকলে খাসভাবে নিয়োমিত দোওয়া করিবেন, আল্লাহতায়ালা হুজুর আকদাসকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দিন এবং সর্বাঙ্গীণ কুশল ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে রাখুন, সদা তাঁহার হাফেজ ও নাসের হউন, প্রতি কদমে তাঁহার তায়ীদ ও নুসরত—সাহায্য ও সমর্থন করুন ও হুজুরের পশ্চিম আফিকা সফরও অসাধারণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হউক এবং ইহার দ্বারা ইসলামের প্রধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অসাধারণ কল্যাণ প্রতিফলিত হউক। আমীন, সুম্মা আমীন।

(দৈনিক আল-ফজল, ৬ই জুলাই ১৯৭৮ ইং)

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

তা'লীম-তরবীয়তী ক্লাশ ১৯৭৮ইং

বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার প্রাপ্ত খোদ্দাম ও আতফালের নাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিষয় :—তেলাওয়াতের কুরআন

গ্রুপ	স্থান	নাম	মজলিশ
খোদ্দাম	প্রথম	শরীফ আহমদ পাটুয়ারী	নীলকমল, চাঁদপুর।
আতফাল	দ্বিতীয়	মো: আব্দুল জলিল	ঢাকা
একত্রে	তৃতীয়	মোবাশ্বের আহমদ	তারুয়া

তা'লীমী লিখিত পরীক্ষা (প্রথম পত্র)

খোদ্দাম	প্রথম	মো: দস্তুর উল্লাহ	জামালপুর (ময়মনসিংহ)
'ক' গ্রুপ	দ্বিতীয়	এনামুল হক ভূইয়া	ক্রোড়া
	তৃতীয়	এহতেশামুল হক	ঢাকা
খোদ্দাম	প্রথম	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	ঢাকা
'খ' গ্রুপ	দ্বিতীয়	মো: আব্দুল জলিল	ঢাকা
	তৃতীয়	মো: আব্দুল জব্বার	ঢাকা

তা'লীমী লিখিত পরীক্ষা (দ্বিতীয় পত্র)

খোদ্দাম	প্রথম	কামাল মোহাম্মদ খান	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
'ক' গ্রুপ	দ্বিতীয়	সৈয়দ হাসান মাহমুদ	চট্টগ্রাম
	তৃতীয়	মাজহারুল হক	তেজগাঁও
খোদ্দাম	প্রথম	মো: হাবিবুল্লাহ	ঢাকা
'খ' গ্রুপ	দ্বিতীয়	মো: মুখলেছুর রহমান	ঢাকা
	তৃতীয়	মোবাশ্বের আহমদ	তারুয়া

তা'লীমী লিখিত পরীক্ষা (প্রথম পত্র)

আতফাল	প্রথম	আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	ঢাকা
	দ্বিতীয়	তৌহিদুল হক	তেজগাঁও
	তৃতীয়	চৌধুরী মো: মনিরুল ইসলাম	নারায়নগঞ্জ

তালীমী লিখিত পরীক্ষা (দ্বিতীয় পত্র)

আতফাল	প্রথম	তৌহিদুল হক	তেজগাঁও
	দ্বিতীয়	আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	ঢাকা
	তৃতীয়	নাসিরুল হক	কুমিল্লা

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

খোদ্দাম	প্রথম	জাফর আহমদ	চট্টগ্রাম
	দ্বিতীয়	মোঃ হাবিবুল্লাহ	ঢাকা
	দ্বিতীয়	আবদুল জলিল	ঢাকা
	তৃতীয়	আমিরুল হক	ঢাকা
আতফাল	প্রথম	আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী	ঢাকা
	দ্বিতীয়	ইব্রাহিম খলিল ভূইয়া	ঢাকা
	তৃতীয়	তানভীরুল হক	কুমিল্লা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গত আহমদী সংখ্যায় তালীম-তরবিয়তী ক্লাশের রিপোর্টে যাহা ভুল বশত : বাদ পড়িয়াছিল -

১। মজলিশের নাম ঃ—শ্যামপুর (রংপুর) জামালপুর (ময়মনসিংহ)।

২। ক্লাশ পরিচালক :—মোঃ মতিউর রহমান :—ধর্মীয় জ্ঞানের ক্লাশ (দ্বীনি মালুমাত)

দোওয়ার দরখাস্ত

(১) মৌঃ নূরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব, মুয়াল্লেম, ওয়াকফে-জদীদ বহুদিন যাবৎ গুরুতর রূপে অসুস্থ আছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাঁহাকে আশু রোগমুক্ত করেন এবং পুনরায় তিনি দ্বীনি খেদমত পালনে সমর্থ হন, তার জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

(২) ঘাটুরা নিবাসী জনাব মোহাম্মদ করিম বক্স (৬০) গত ২৪শে জুন হইতে পেরালাইস রোগে ভুগিতেছেন। তাহার আরোগ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়া করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমানিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar